পুলিশ সপ্তাহ-২০১৭ এর কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ, পদক বিতরণ এবং পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনস্ রাজারবাগ, ঢাকা, সোমবার, ১০ মাঘ ১৪২৩, ২৩ জানুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
আইজিপি ও পুলিশ সদস্যবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ এর বার্ষিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ এর দৃষ্টিনন্দন ও সুশৃঙ্খল প্যারেডের জন্য পুলিশ সদস্যদের জানাই অভিনন্দন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা, স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী ত্রিশ লাখ বীর শহীদসহ সম্ভ্রম হারানো দু'লাখ মা-বোনকে।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের কালরাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ এর নির্ভীক, দেশপ্রেমিক পুলিশ সদস্যগণ। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ সদস্যদের এই আত্মত্যাগ আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রতীক বাংলাদেশ পুলিশ। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রদান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্বে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য।

জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটনে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যকরী পদক্ষেপ দেশকে বড় ধরণের নাশকতা ও অস্থিতিশীলতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। পুলিশ সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহসিকতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করে জনমনে আস্থা ও নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, যা বহির্বিশ্বেও প্রশংসিত হয়েছে।

দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে ২০১৩ সাল হতে ২০১৫ পর্যন্ত ২১ জন বীর পুলিশ সদস্য জীবন বির্সজন দিয়েছেন। তাঁদের এ মহান আত্মত্যাগ সমগ্র দেশবাসী শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে গণতন্ত্র বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, জনবিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বিএনপি-জামায়াত শিবির চক্র দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। তারা হরতাল ও অবরোধের নামে ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তাদের সহিংসতা, নাশকতা, জ্বালাও-পোড়াও, নিরীহ মানুষ হত্যা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের চেষ্টা পুলিশ রুখে দিয়েছে।

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিগত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন ও দেশব্যাপী পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুলিশ সদস্যগণ অত্যন্ত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ একটি আত্মমর্যাদাশীল এবং আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু দেশি-বিদেশী একটি চক্র বাংলাদেশের এ অগ্রযাত্রাকে বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। গণতান্ত্রিক পথে মানুষের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়ে এরা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।

কোমলমতি যুবক-কিশোরদের ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করে জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। সহিংস আক্রমণের মাধ্যমে মানুষ হত্যার মত বর্বরোচিত কর্মকান্ডে প্ররোচিত করছে।

আজ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ যা আমাদের উন্নয়নের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি হলি আর্টিজান এবং শোলাকিয়া জঙ্গি হামলা মোকাবিলায় ০৪ জন পুলিশ সদস্য আত্মোৎসর্গ করেছেন। নির্ভীক এই ০৪ পুলিশ সদস্যের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অসংখ্য প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

সম্প্রতি আশুলিয়ার আশকোনায় এবং মিরপুরের কল্যাণপুরে পুলিশ বাহিনী জঙ্গি বিরোধী বিশেষ অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করেছে। পুলিশ জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড, অস্ত্রদাতা, প্রশিক্ষক এবং আশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা জাতির পিতার অনুসৃত নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক, গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক নিরাপত্তা-প্রতিটি সেক্টরেই আজ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আইন-শৃঙ্খলা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থকে আমরা ব্যয় নয়, বিনিয়োগ মনে করি। আমাদের সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিস্তৃতি দেশের প্রধান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাংলাদেশ পুলিশেও সমভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

আমরা বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক উন্নয়নের ধারা বর্তমান মেয়াদেও পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত রেখেছি। পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে নিরাপত্তা ও অপরাধের নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশের আধুনিকায়নের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা, অবকাঠামো এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করে কর্মক্ষেত্রে পুলিশের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে ।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর পুলিশকে আধুনিক ও জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে রয়েছে-

- আমরা **২০০৯** সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে **৭৩৯**টি ক্যাডার পদসহ **৩২** হাজার **০৩১**টি পদ সৃজন করেছি।
- দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে পুলিশের জনবল যথেষ্ট নয় বলে আমরা বাংলাদেশ পুলিশে আরও **৫০** হাজার জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
- ইতোমধ্যে প্রায় **৪১** হাজার পদ সৃজন করা হয়েছে।
- বর্ধিত জনবলের সাথে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।
- জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত ও সমুন্নত রাখতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করা হয়েছে।
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠনের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
- এছাড়া আরও বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট যেমন-পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ এবং ২টি স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ব্যক্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও জোরদারের করতে আমাদের সরকার বিশেষায়িত ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণিতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণী হতে ১ম শ্রেণী (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীত করা হয়েছে।
- জাতির জনক প্রদত্ত আইজিপি'র র‍্যাংক ব্যাজ পুনঃ প্রবর্তনপূর্বক আইজিপি'র পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ এবং পুলিশ বিভাগের ২টি গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।
- এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারসহ সারাদেশে ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- কনস্টেবল হতে এসআই পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এটি আমরা সকলস্তরের পুলিশ সদস্যদের জন্য বাস্তবায়িত করব।

- আমরা পুলিশের আবাসন, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছি।
- পুলিশের সেবা জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিডি পুলিশ হেল্প লাইন নামক অ্যাপ চালু করা হয়েছে।
- তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধ তদন্তে পুলিশের সক্ষমতা বাড়াতে সিআইডিতে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার এবং সাইবার ক্রাইম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতির পিতার পথ অনুসরন করে আমরা বাংলাদেশ পুলিশে নারীদের নিয়োগ দিচ্ছি। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুলিশে সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে নারীদের নিয়োগ প্রদান করেন।
- প্রথমবারের মত ২০১৫ সালে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রাফিক সার্জেন্ট হিসেবে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা হয়।

প্রিয় পুলিশ সদস্যবৃন্দ,

আজ বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকে যাঁরা ভূষিত হয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এ পদক আপনাদের কাজের স্বীকৃতির পাশাপাশি আপনাদেরকে ভবিষ্যতেও আরও পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে পুলিশের কর্মক্ষেত্র ও কর্মব্যাপ্তি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল চুরি-ডাকাতি, হত্যা-রাহাজানি বন্ধ নয়, পুলিশের কাজের ক্ষেত্র আজ বিস্তৃত হয়েছে-সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার এবং পণ্য চোরাচালান ও নারী-শিশু পাচার প্রতিরোধে, এমনকি জলজ ও বনজ সম্পদ এবং পরিবেশ সংরণেও।

ওপনিবেশিক আমলের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে একান্ত হয়ে পুলিশের সেবা আরও জনবান্ধব করতে হবে। শান্তিময় ও নিরাপদ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরো জোরদার করতে হবে। প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে অসহায় ও বিপন্ন মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ চিত্তে সেবার হাত প্রসারিত করতে হবে।

শুধু দেশেই নয়, গত প্রায় দুই যুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে নিজেদের কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় প্রদান করে বহির্বিশ্বে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে আমাদের পুলিশ সদস্যদের অর্জিত অভিজ্ঞতা দেশের আইন-শৃংখলাসহ গণতন্ত্রের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় স্থান পাবে-ইনশাআল্লাহ। গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত থাকলে আমরা অচিরেই জাতির জনকের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে ‘পুলিশ সপ্তাহ-২০১৭’ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...